মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ০৬.০২.২০১৪ তারিখের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ সংশ্লিষ্ট গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন।

মে, ২০১৯

ক্রম	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম ও পরিদর্শনের তারিখ	গৃহীত সিদ্ধান্ত	অগ্রগতি
১.	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় তারিখ: ০৬.০২.২০১৪	বর্তমান সরকারের দায়িত্বে থাকা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কর্তৃক প্রকাশিত নির্বাচনী ইশতেহার, ২০১৪ অনুসারে জ্বালানি খাতে ঘোষিত কর্মসূচী বাস্তবায়নের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। [বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ কর্তৃক প্রকাশিত নির্বাচনী ইশতেহার, ২০১৪-এ জ্বালানি বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা ছিল নিম্নরূপ: গ্যাসের যুক্তিসঙ্গত উত্তোলন ও ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাপেক্সকে আরও শক্তিশালী করার নীতি অব্যাহত থাকবে। গ্যাস ও তেল অনুসন্ধান এবং উত্তোলনে বাপেক্সের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আরও রিগ এবং আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম ও প্রযুক্তি সংগ্রহ করা হবে। নতুন গ্যাস ও তেল ক্ষেত্র আবিষ্কারে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বাংলাদেশের উপকূল ও গভীর সমুদ্রে গ্যাস অনুসন্ধান এবং উত্তোলনে জাতীয় স্বার্থ সমুন্নত রেখে অন্যান্য দেশ ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতার প্রচেষ্টা জোরদার করা হবে। দেশের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের অবশিষ্ট জেলাগুলোয় গ্যাস সরবরাহের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে। বিদ্যুৎ ও গ্যাস ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অপচয় হ্রাসের চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। গ্যাসের মজুদ সীমিত বিধায় ইতোমধ্যে বিদেশ থেকে এলএনজি আমদানীর যে প্রক্রিয়া চলছে তা সম্পন্ন করা হবে এবং এজন্য মহেশখালী দ্বীপে এলএনজি টার্মিনালসহপ্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে।]	গ্যাসের যুক্তিসংগত উত্তোলন ও ব্যবহার নিশ্চিত করার কার্যক্রম চলমান আছে। জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাপেক্সকে শক্তিশালীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ অব্যাহত আছে। ইতোমধ্যে ০৪টি নতুন রিগ (০২টি ড্রিলিং রিগ ও ০২টি ওয়ার্কওভার রিগ) ক্রয় করা হয়েছে (বিস্তারিত ক্রমিক নং ১০ তে উল্লেখ করা হয়েছে)। অনশোর এলাকায় তেল/গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলনের জন্য রূপকল্প-২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনশোর এলাকায় বাপেক্স কর্তৃক ১০৮টি কূপ খননের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। বর্তমান সংশোধিত পরিকল্পনার মধ্যে ২০২১ সালের মধ্যে বাপেক্স কর্তৃক মোট ৩৯টি কূপ খনন করার পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া বাপেক্স কর্তৃক ৫৭০ লাইন কি.মি ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ, ৯,৮০০ লাইন কি. মি. ২ডি সাইসমিক সার্ভে এবং ২,৯৪০ বর্গ´কি. মি. ৩ডি সাইসমিক সার্ভে করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ ক্রমিক নং ২(ক) তে উল্লেখ করা হয়েছে)। সমুদ্রাঞ্চলে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান চালানোর জন্য ইতোমধ্যে ০৪টি ব্লকের (এসএস-০৪, এসএস-০৯, এসএস-১১ এবং ডিএস-১২) জন্য উৎপাদন বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং আরও কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ ক্রমিক নং ২ (খ) তে উল্লেখ করা হয়েছে)। দেশের পশ্চিমাঞ্চলে খুলনা পর্যন্ত আনুষাঙ্গিক সুবিধাদিসহ গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইন নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও শিল্প কারখানায় গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে বিতরণ নেটওয়ার্ক নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। নির্মাণাধীন পদ্মাসেতুর উপর দিয়ে ৩০ ইঞ্চি ব্যাসের ৮.১৫ কি.মি. সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। বর্তমানে দেশে দৈনিক ২৭৫০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করা হচ্ছে। তবে চাহিদার তুলনায় এ উৎপাদন যথেষ্ট নয়। তাই দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাসের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে এলএনজি আমদানির লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান আছে (বিস্তারিত ক্রমিক নং-৬ এ উল্লেখ করা হয়েছে)।
২.		২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে পরিণত করার জন্য জ্বালানি খাতে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন সেগুলো নির্ধারণ করে প্রয়োজনীয় কার্যপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।	২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে পরিণত করার জন্য দেশের জ্বালানি সরবরাহ ও ব্যবহার বহুগুণে বৃদ্ধি করতে হবে। এ লক্ষ্যে চাহিদা ও যোগানে ক্রমবর্ধমান ব্যবধান পূরণ তথা জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে পেট্রোবাংলা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে: ক) <u>গ্যাস মজুদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রম :</u> দেশে বর্তমানে আবিষ্কৃত গ্যাস ফিল্ডের সংখ্যা ২৭টি, যার মধ্যে ২০টি বর্তমানে উৎপাদনে আছে। বর্তমানে এ সকল ফিল্ড হতে দৈনিক ২৭৫০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। গ্যাসের মজুদ বৃদ্ধির জন্য অনুসন্ধান কার্যক্রম অব্যাহত আছে। অনুসন্ধান কার্যক্রমের জন্য সাম্প্রতিক সময়ে জাতীয় কোম্পানি বাপেক্সকে অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে কারিগরিভাবে অধিকতর শক্তিশালী করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে এর উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকবে। দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাসের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে বর্তমান সংশোধিত পরিকল্পনায় ২০২১ সালের মধ্যে বাপেক্স কর্তৃক মোট ৩৯টি কূপ (১১টি অনুসন্ধান কূপ, ৭টি উন্নয়ন কূপ এবং ২১টি ওয়ার্কওভার কূপ) খনন করার পরিকল্পনা রয়েছে। ইতোমধ্যে বাপেক্স কর্তৃক মোট ২৫টি কূপের (০৬টি অনুসন্ধান , ০৪টি উন্নয়ন এবং ১৫টি ওয়ার্কওভার) খনন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, শ্রীকাইল ইস্ট-১ অনুসন্ধান কূপ খননের লক্ষ্যে কূপ এলাকায় রিগ মেরামতের কার্যক্রম চলছে। তিতাস-৬ ওয়ার্কওভার কার্যক্রম চলমান আছে। নরসিংদী-১ ওয়ার্কওভার করার লক্ষ্যে রিগের মালামাল নরসিংদী-১ ওয়ার্কওভার কূপে স্থানান্তর সম্পন্ন হয়েছে। রিগ ইরেকশন ও কমিশনিং কাজ চলমান আছে। শীঘ্রই ওয়ার্কওভার কার্যক্রম শুরু হবে বলে আশা করা যায়। তিতাস-৭ এবং তিতাস-১৩ ওয়ার্কওভার করার লক্ষ্যে হবিগঞ্জ-১ এবং কৈলাসটিলা-১ থেকে যথাক্রমে তিতাস-৭ এবং তিতাস-১৩ এলাকায় রিগ স্থানান্তর সম্পন্ন হয়েছে। শীঘ্রই ওয়ার্কওভার কার্যক্রম শুরু হবে। অনশোর এলাকায় তেল/গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলনের জন্য রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনশোর এলাকায় বাপেক্স কর্তৃক ৫৭০ লাইন কি.মি ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ, ৯,৮০০ লাইন কি. মি. ২ডি সাইসমিক সার্ভে এবং ২ ,৯৪০ বর্গ কি.মি. ৩ডি সাইসমিক সার্ভে করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৪৮৬ লাইন কি.মি ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ, ৯২৮১ লাইন কি.মি. ২ডি সাইসমিক সার্ভে এবং ২৪৫০ বর্গ কি.মি. ৩ডি সাইসমিক সার্ভে কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

চলমান পৃষ্ঠা-০২

ক্রম	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম ও পরিদর্শনের তারিখ	গৃহীত সিদ্ধান্ত	অগ্রগতি
			খ) সমুদ্রাঞ্চলে অনুসন্ধান চালানোর জন্য নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে: (খ-১) নতুন সমুদ্রসীমা অর্জনের ফলে বাংলাদেশের অনশোর এবং অফশোর এলাকায় নতুন বিডিং রাউন্ড আহ্বান করার প্রাথমিক কার্যক্রম হিসেবে পিএসসি হালনাগাদকরণের জন্য পরামর্শকপ্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়। পিএসসিহালনাগাদকরণের জন্য নিয়োগকৃত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনের আলোকে বিদ্যমান Model PSC 2012 হতে অনশোর ও অফশোর এর জন্য প্রযোজ্য শর্তাবলীসমূহ আলাদা এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন/পরিমার্জন করে খসড়া অনশোর মডেল পিএসসি ২০১৮ এবং খসড়া অফশোর মডেল পিএসসি ২০১৮ প্রণয়ন করা হয় এবং ভেটিং প্রদানের জন্য ২১/০১/২০১৯ তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হলে উক্ত বিভাগ প্রস্তাবিত Draft Onshore Model PSC 2018 এবং প্রস্তাবিত Draft Offshore Model PSC 2018 এর উপর কতিপয় পর্যালোচনাসহ এ বিভাগে প্রেরণ করে । এ বিষয়ে গত ০৬/০৩/২০১৯ তারিখে এ বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে পেট্রোবাংলায় একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ হতে প্রাপ্ত মতামত/ভেটিং এবং ০৬/০৩/২০১৯ তারিখের সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রস্তাবিত Draft Onshore Model PSC 2019 এবং প্রস্তাবিত Draft Offshore Model PSC 2019 চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে উপস্থাপনের জন্য বিদ্যুৎ , জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর) অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে প্রেরণের কার্যক্রম চলমান আছে। (খ-২) সমুদ্রাঞ্চলে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান চালানোর জন্য ইতোমধ্যে ০৪টি ব্লকের (এসএস-০৪, এসএস-০৯, এসএস-১১ এবং ডিএস-১২) জন্য উৎপাদন বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ সকল ব্লকে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রমের অগ্রগতি নিম্নে উল্লেখ করা হলো: অগভীর সমুদ্রের ব্লক এসএস-০৪ এবং এসএস-০৯ এ মোট ৫০৮১ লাইন কিলোমিটার ২-ডি সাইসমিক সার্ভে সম্পন্ন হয়েছে। প্রাপ্ত ডাটা বিশ্লেষন শেষে ওভিএল ব্লক এসএস-০৪ এ ০২টি এবং এসএস-০৯ এ ০১টি ড্রিলিং লোকেশন নির্ধারণ করেছে। রিগ সাইটের প্রবেশ পথ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং রিগ প্যাড নির্মাণের কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে রয়েছে। আশা করা যায় জুন, ২০১৯ এর মাঝামাঝি ড্রিলিং শুরু হবে। বাকি ০২টি কূপ খননের জন্য অনুসন্ধানকাল বর্ধিতকরণের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। ব্লক দুটির সাইসমিক ইন্টারপ্রিটেশন উপস্থাপনায় এসএস-০৯ এ কেবলমাত্র ০১টি এবং এসএস-০৪ এ অতিরিক্ত আরও ০১টি প্রসপেক্ট চিহ্নিত হওয়ায় এসএস-০৯ এ ০২টি কূপের পরিবর্তে ০১টি কূপ এবং এসএস-০৪ এ ০১টি কূপের পরিবর্তে ০২টি কূপ খননের প্রস্তাবও অনুমোদিত হয়েছে। এসএস-০৪ ও এসএস-০৯ ব্লকের অন্তর্গত সমুদ্রাঞ্চলে অবশিষ্ট ২টি অনুসন্ধান কূপ যুগপৎভাবে খননের নিমিত্ত ব্লকদ্বয়ের অপারেটর আগ্রহী অফশোর ড্রিলিং কন্ট্রাক্টরের তালিকা প্রণয়নের লক্ষ্যে দৈনিক পত্রিকায় /ONGC এর প্রকাশিত EOI-তে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রস্তাব গত ২৭.০১.২০১৯ তারিখে গৃহীত হয় । বর্তমানে মূল্যায়ন কাজ চলছে। অফশোরের উক্ত দুটি কূপ খননের জন্য নির্ধারিত এলাকায় Geohazard Site Survey সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান তালিকাভুক্তির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কূপ দুটি খননের পূর্বশর্ত হিসেবে চিহ্নিত কূপ এলাকায় প্রাক-খনন Environmental Impact Assessment (EIA) সম্পাদনের লক্ষ্যে অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠান তালিকাভুক্তির কাজও চলমান রয়েছে। অগভীর সমুদ্রের ব্লক এসএস-১১ এ দ্বিমাত্রিক ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ কার্যক্রম শেষ হয়েছে। গত ২০ মে ২০১৮ তারিখে এ ব্লকে ৩০৫ বর্গ কিলোমিটার ত্রিমাত্রিক সাইসমিক জরীপ পরিচালনা সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ডাটা ইন্টারপ্রিটেশনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ব্লক এসএস-১১ এ Initial Exploration Period এর মেয়াদ ১১ মার্চ ২০১৯ তারিখ শেষ হয়েছে। এ ব্লকে এখনও ০১টি অনুসন্ধান কূপ খনন বাকী রয়েছে। স্যান্টোস চলমান ৩ডি ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন এবং ০১টি কূপ খননের জন্য Initial Exploration Period আরও ০২ বছর বর্ধিত করা হয়েছে অর্থাৎ এ ব্লকের Initial Exploration Period এর মেয়াদ ১১ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে ১টি কূপ খনন করা হবে। POSCO Daewoo Corporation গভীর সমুদ্রের ব্লক ডিএস-১২ এ ৩৫৮০ লাইন কিলোমিটার ২-ডি সাইসমিক সার্ভে সম্পন্ন করেছে। এ ব্লকে ৫টি সম্ভাবনাময় Lead সনাক্ত করেছে এবং সনাক্তকৃত Lead গুলোতে Prospect Analysis এর সুবিধার্থে ২-ডি সাইসমিক-এ আহরিত তথ্য-উপাত্তের আরও বিস্তারিত বিশ্লেষণের বিষয়টি উল্লেখ করেছে। তাই প্রাথমিকভাবে এ ব্লকে নভেম্বর ২০১৮ মাসে ত্রি-মাত্রিক সাইসমিক জরিপ পরিচালনা শুরু করবে বলে জানালেও 2D সার্ভে হতে আহরিত তথ্য-উপাত্তের আরও বিস্তারিত বিশ্লেষণের জন্য তারা এ ব্লকের Initial Exploration Period এর সময়কাল Aadjustment এর প্রস্তাব করে। প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয়েছে। ফলে ২০১৯ সালের শেষ নাগাদ বর্ণিত ত্রি-মাত্রিক সাইসমিক জরিপ পরিচালিত হতে পারে। প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে এ ব্লকে ১টি অনুসন্ধান কূপ খনন করা হবে। (খ-৩) বাংলাদেশের সমুদ্রাঞ্চলের ভূ-গঠন, তেল গ্যাস প্রাপ্তির সম্ভাব্যতা ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ এবং Database তৈরী করে আগ্রহী আর্ন্তজাতিক তেল-গ্যাস কোম্পানীর কাছে বিক্রয় এবং বিডিং রাউন্ডে অধিকসংখ্যক আর্ন্তজাতিক তেল-গ্যাস কোম্পানীর অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে 'Multi-client Seismic Survey' পরিচালনা করার জন্য সফলকাম বিডারের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টি অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে উপস্থাপন করা হয়। মন্ত্রিসভা কমিটির ০৩/০৮/২০১৬ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তক্রমে দরপত্র মূল্যায়নের যথার্থতা যাচাই করার জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীকে আহবায়ক করে ৫(পাঁচ) সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সভা ০১/০৯/২০১৬ ও ০৪ /১২/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত কমিটি প্রতিবেদন দাখিল করেছে এবং প্রতিবেদনের আলোকে স্বয়ংসম্পূর্ণ সার-সংক্ষেপ অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে উপস্থাপনের জন্য প্রেরণ করা হয় । বাংলাদেশের সমুদ্রাঞ্চলে এলাকায় '2D Non-Exclusive Multi-client Seismic Survey' পরিচালনার জন্য পেট্রোবাংলা কর্তৃক আহবানকৃত আর্ন্তজাতিক প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রে সর্বোচ্চ মূল্যায়িত বিডার TGS-SCHLUMBERGER JV এর সাথে অনুমোদিত মডেল এগ্রিমেন্ট এর আলোকে চুক্তি স্বাক্ষর কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়টি অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি গত ২৪/০৪/২০১৯ তারিখে নীতিগতভাবে অনুমোদন প্রদান করেছেন। ইতোমধ্যেই TGS-SCHLUMBERGER JV বরাবর Notice of Award প্রেরণ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে।

চলমান পৃষ্ঠা-০৩

ক্রম	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম ও পরিদর্শনের তারিখ	গৃহীত সিদ্ধান্ত	অগ্রগতি
			(খ-৪) গভীর সমুদ্রের ব্লক ডিএস-১০ ও ডিএস-১১ এবং এসএস-১০ এ তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনের লক্ষ্যে EOI মূল্যায়ন শেষে গত ০৩/১১/২০১৬ তারিখে ০৩টি কোম্পানি বরাবরে RFP প্রেরণ করা হয়। কিন্তু নির্ধারিত সময়েরে মধ্যে কোন কোম্পানি প্রস্তাব দাখিল করেনি। (খ-৫) ব্লক ১৬ ম্যাগনামা এলাকায় স্যান্টোস এর সঙ্গে বাপেক্স এর যৌথভাবে অনুসন্ধান কার্যক্রম চালানোর বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে বাপেক্স কর্তৃক স্যান্টোসের ৪৯% শেয়ার ক্রয়ের লক্ষ্যে স্যান্টোস এবং বাপেক্স এর মধ্যে গত ১৮ .০১.২০১৭ তারিখে Sale and Purchase Agreement (SPA) স্বাক্ষরিত হয়। ম্যাগনামা ষ্ট্রাকচারে একটি অনুসন্ধান কূপ খনন সম্পন্ন হয়েছে। ড্রিলিং হতে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ শেষে গ্যাসের কোন উপস্থিতি পাওয়া যায়নি। গ) <u>দেশীয় কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধি কার্যক্রম :</u> দেশীয় কয়লা জ্বালানি খাতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে। দেশে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত ০৫টি কয়লা খনির মজুদের পরিমাণ ৭,৯৬২ মিলিয়ন টন। বর্তমানে একটি কয়লা খনি (বড়পুকুরিয়া) হতে কয়লা উত্তোলন করা হচ্ছে। এ খনির বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ১০ লক্ষ টন। বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল) কর্তৃক কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপ: * বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি থেকে কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোল বেসিনের সেন্ট্রাল পার্ট সংলগ্ন উত্তর ও দক্ষিণ দিকে খনি বর্ধিতকরণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার উদ্দেশ্যে Revised Study Proposal গত ৩১.০১.২০১৭ তারিখে অনুমোদিত হয়। স্টাডি প্রকল্পের আওতায় কনসালটিং ফার্ম এর সাথে ১৬ .০২.২০১৭ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান চূড়ান্ত ফিজিবিলিটি স্টাডি রিপোর্ট দাখিল করেছে। উক্ত চুড়ান্ত ফিজিবিলিটি ষ্টাডি রিপোর্টটি প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। পরবর্তীতে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে খনির উত্তর-দক্ষিণ অংশ থেকে কয়লা উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। * বড়পুকুরিয়া কোল বেসিনের উত্তর-দক্ষিণ অংশে স্বল্প গভীরতায় বেশি পরিমাণে কয়লার ভূতাত্ত্বিক মজুদ এবং এনভায়রমেন্ট ও সোসিও ইকোনমিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বড়পুকুরিয়া কোল বেসিনের নর্দার্ন ও সাউদার্ন অংশে ওপেন কাট মাইনিং এর ফিজিবিলিটি স্টাডিকরণের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণের লক্ষ্যে একজন ফুলটাইম ইনডিভিজুয়াল কনসালটেন্ট (টাইম বেইজড কোল মাইন কনসালটেন্ট) একজন মাস সময়ের জন্য Dr. Thomas Von Schwarzenberg, Germany এর সাথে নিগোসিয়েশন শেষে গত ২৫/০২/২০১৯ তারিখে চুক্তিস্বাক্ষর সম্পন্ন হয়। চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন শেষে তিনি গত ১২/০৩/২০১৯ তারিখ হতে কার্যক্রম শুরু করেন এবং চুক্তি অনুযায়ী ১০/০৪/২০১৯ তারিখ তার কার্যক্রম শেষ করে প্রতিবেদন দাখিল করেন। দাখিলকৃত প্রতিবেদনটির অনুমোদন এবং সে অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের অনুমোদনের জন্য কোম্পানি পর্ষদ সভায় উপস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। * দিঘীপাড়া কয়লা ক্ষেত্রের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার জন্য ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রস্তাবটি গত ০২.০২.২০১৭ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে গত ৩০.০৫.২০১৭ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ০১ জুন, ২০১৭ তারিখে ভৌত কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে ইনসেপশন রিপোর্ট, টপোগ্রাফিক সার্ভে রিপোর্ট এবং ১ম ইন্টেরিম রিপোর্ট দাখিল করেছে। প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তা গৃহীত হয়েছে। গত ৩১মে ২০১৭ তারিখ হতে ইআইএ, ইএমপি, এসআইএ, আরপিএ কার্যক্রম শুরু হয়ে তা স্বাভাবিক গতিতে চলমান আছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী জুন ২০১৯ নাগাদ ইআইএ, ইএমপি কার্যক্রম শেষ হবে। ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ হতে বোরহোল ড্রিলিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে ৬০টি বোরহোলের মধ্যে ৫৮টি বোরহোলের ড্রিলিং কার্যক্রম শেষ হয়েছে। আরও ২টি বোরহোল ড্রিলিং এর কাজ চলমান আছে।বর্তমানে অন্যান্য ড্রিলিং প্যাড ও এক্সেস রোডওয়ে নির্মাণ অব্যাহত রয়েছে। ৩ডি সাইসমিক সার্ভে কার্যক্রম ফিল্ড পর্যায়ে সম্পন্ন হয়েছে। এ ছাড়া হাইড্রোজিওলজিক্যাল ওয়েল এর ড্রিলিং কার্যক্রম চলমান আছে। ০৬টি পিজোমেট্রিক ওয়েল এর ড্রিলিং ও পাম্পটেস্ট সম্পন্ন হয়েছে এবং আরও ০২টি প্রোডাকশন ওয়েল এর ড্রিলিং সম্পন্ন হয়েছে। সামগ্রিকভাবে প্রকল্পের ৭৬ ভাগ ভৌত কাজ শেষ হয়েছে। ঘ) <u>জ্বালানি সাশ্রয়ের জন্য জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধি :</u> দেশে জ্বালানির চাহিদা ও ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে উৎপাদন ও চাহিদার মধ্যে ঘাটতি বিরাজ করছে। তবে এ পরিস্থিতিতেও কোন কোন ক্ষেত্রে জ্বালানির সর্বোত্তম ব্যবহার হচ্ছে না। অদক্ষ ব্যবহারের কারণে প্রয়োজনের তুলনায় অধিক জ্বালানির প্রয়োজন হচ্ছে। এ জন্য আবাসিক খাতে গ্যাসের উত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রিপেইড মিটার স্থাপন কার্যক্রম চলমান আছে। সিএনজি ও শিল্প খাতে ইভিসি মিটার স্থাপন করা হচ্ছে। ক্রমান্বয়ে সকল শ্রেণির গ্রাহককে ইলেকট্রনিক মিটারিং এর আওতায় আনা হবে (বিস্তারিত ক্রমিক নং -০৮ এ উল্লেখ করা হয়েছে)। ঙ) <u>জ্বালানি ঘাটতি পূরণের জন্য এলএনজি আমদানি :</u> ক্রমবর্ধমান গ্যাসের চাহিদা মিটানোর লক্ষ্যে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে এলএনজি আমদানির লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান আছে (বিস্তারিত ক্রমিক নং৬ এ উল্লেখ করা হয়েছে)।

চলমান পৃষ্ঠা-০৪

ক্রম	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম ও পরিদর্শনের তারিখ	গৃহীত সিদ্ধান্ত	অগ্রগতি
৩.		প্রস্তাবিত কয়লা নীতি চূড়ান্তকরণের পূর্বে কয়লা উত্তোলনের জন্য কৃষি জমির সর্বনিম্ন ক্ষতি নিশ্চিত করার স্বার্থে ভবিষ্যতে উন্নত প্রযুক্তির সন্ধান লাভের জন্য অপেক্ষা করা হবে।	প্রস্তাবিত কয়লা নীতি চূড়ান্তকরণের পূর্বে কয়লা উত্তোলনের জন্য কৃষি জমির সর্বনিম্ন ক্ষতি নিশ্চিত করার স্বার্থে ভবিষ্যতে উন্নত প্রযুক্তির সন্ধান করা হচ্ছে।
৪.		কয়লা খনি থেকে কয়লা উত্তোলনের প্রয়োজনে যে জনগোষ্ঠীর বাস্তুচ্যুতির সম্ভাবনা রয়েছে তাদের পুনর্বাসনের পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	* কয়লা খনির জন্য অধিগ্রহণকৃত জমির মালিকদের যথাযথভাবে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়েছে এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। * খনি এলাকায় বসবাসরত ভূমিহীন পরিবারের আশ্রয়ের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে আশ্রয়ণ -২ প্রকল্পের আওতায় ৩০ একর জমির উপর ০৫ ইউনিট বিশিষ্ট ৬৪টি ব্যারাক হাউস অর্থাৎ ৩২০টি ইউনিট নির্মাণ করা হয়েছে এবং তা ভূমিহীনদের মাঝে হস্তান্তর করা হয়েছে। * ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার জনসাধারণকে খনিতে কাজ করার সুযোগ দেয়া হয়েছে, স্কুল, রাস্তাঘাট, পানি নিষ্কাশন, কবরস্থান উন্নয়নসহ অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণের জন্য সহায়তা করা হয়েছে এবং এই কার্যক্রম চলমান রয়েছে। * বড়পুকুরিয়া কয়লা খনিতে (বিসিএমসিএল) কর্মরত সিএমসি-এক্সএমসি কনসোর্টিয়াম এর মাধ্যমে নিয়োজিত শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য কল্যাণ তহবিল এবং সিএসআর খাত হতে জনপ্রতি ১,৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত) টাকা মাসিক ভোগভাতা/আর্থিক সহায়তা, চলতি ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বিপিপিএফ ফান্ড হতে এককালীন ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা এবং শ্রমিকদের কর্মস্পৃহা, আন্তরিকতা ও উৎসহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণোদনা হিসাবে কোম্পানির সিএসআর খাত হতে জনপ্রতি ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা এককালীন অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া বড়পুকুরিয়া কয়লা খনিতে কোম্পানির সিএসআর ফান্ড হতে রেশনের আওতায় পঙ্গু ও অসহায় শ্রমিকদের ৩,০০০/- (তিন হাজার) এবং খনিতে দুর্ঘটনাজনিত কারণে নিহত শ্রমিকদের পোষ্যগণকে ৪,০০০/- (চার হাজার) টাকা করে প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া পঙ্গু শ্রমিকদের এককালীন ০২(দুই) লক্ষ টাকা করে অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। * বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটারসহ বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা উপকরণ প্রদান করা হয়েছে। * ভবিষ্যতে অন্যান্য কয়লাক্ষেত্র গুলো উন্নয়নের ফলে যে জনগোষ্ঠীর বাস্তুচ্যুতি ঘটবে তাদের যথাযথ পুনর্বাসনসহ অন্যান্য কার্যক্রমে উন্নত দেশে বিদ্যমান পুনর্বাসন প্রক্রিয়া অনুসরণ করা যেতে পারে। * পার্বতীপুর ও ফুলবাড়ী উপজেলায় কমিউনিটি হাসপাতালগুলোতে বসার জন্য চেয়ার এবং চিকিৎসা সরঞ্জাম হিসাবে স্টেথিস্কোপ এবং প্রেসার পরিমাপক যন্ত্র প্রদান করা হয়েছে। * এছাড়াও খনির আশে পাশের গ্রামগুলোতে মাইনিং জনিত কারনে ক্ষয়ক্ষতি হলে উল্লেখযোগ্য হারে ক্ষতিপূরণ/অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। এলাকার মসজিদসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কোম্পানির সিআরএফ ফান্ড হতে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হচ্ছে।

চলমান পৃষ্ঠা-০৫

ক্রম	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম ও পরিদর্শনের তারিখ	গৃহীত সিদ্ধান্ত	অগ্রগতি
৫.		কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লা সরবরাহের জন্য দেশীয় কয়লা খনি ব্যবহার না করে কয়লা রপ্তানীকারী রাষ্ট্রসমূহের সাথে আলোচনা করে তাদের কয়লা খনি দীর্ঘমেয়াদী লীজ গ্রহণের সম্ভাব্যতা যাচাই করতে হবে।	ইন্দোনেশিয়া, মঙ্গোলিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় কয়লাখনি পরিচালনাকারী বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ উদ্যোগে বিনিয়োগের মাধ্যমে খনি লীজ নেওয়া কিংবা খনি পরিচালনা করার সুযোগ রয়েছে। উল্লেখ্য, দেশে আবিষ্কৃত ০৫টি কয়লা ক্ষেত্রের মধ্যে পেট্রোবাংলার আওতাধীন বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল) এক্সএমসি-সিএমসি কনসোর্টিয়ামের সাথে Management, Production, Maintenance & Provisioning Services (MPM&P) চুক্তির আওতায় বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি পরিচালনা করছে। বিদেশে লীজ গ্রহণ করে কয়লা খনি পরিচালনা করার প্রয়োজনীয় আর্থিক ও কারিগরি সক্ষমতা বিসিএমসিএল অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৯ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে কয়লা আমদানি ও খনি লীজ সংক্রান্ত বিষয়ে "দেশের কয়লার চাহিদা ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ হতে আমদানির মাধ্যমে পূরণসহ ঐ সকল দেশে খনি লীজ গ্রহণ করার সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক পদক্ষে গ্রহণ করতে হবে" মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ বিষয়ে গত ১০ .০৭.২০১৮ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক২, নীলুফার আহমেদ এর সভাপতিত্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীরপ্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়সভার কার্যবিবরণীর খ (৪) নং এ বিদেশে লীজ গ্রহণ কয়লা খনি পরিচালনা করার প্রয়োজনীয় আর্থিক ও কারিগরি সক্ষমত অর্জন হয়নি এবং বেসরকারি খাতে এটি করা যেতে পারে মর্মে আলোচনা হয়।
		দেশীয় প্রাকৃতিক গ্যাসের অপ্রতুলতার বিষয় বিবেচনায় রেখে LNG সরবরাহের লক্ষ্যে Floating Storage and Re-gasification Unit (FSRU) স্থাপনের জন্য গৃহীত উদ্যোগ দ্রুততম সময়ে বাস্তবায়ন করতে হবে।	ক) সাম্প্রতিক গ্যাসের ঘাটতি মোকাবেলার জন্য সরকার তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি আমদানির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কক্সবাজারের মহেশখালীতে ৫০০ এমএমসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের জন্য দুটি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে Excelerate Energy Bangladesh Limited (EEBL) এর ভাসমান এলএনজি টার্মিনালটি হতে ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখ থেকে এলএনজি সরবরাহ শুরু হয়েছে। Summit LNG Terminal Company (Pvt.) Limited এর মাধ্যমে আরো ৫০০ এমএমসিএফডি এলএনজি আমদানি এপ্রিল, ২০১৯ হতে শুরু হয়েছে। এছাড়া মহেশখালী, কুতুবদিয়া ও পায়রা বন্দরে স্থলভিত্তিক এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের জন্য ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, মাতারবাড়ি এলাকায় ১০০০ এমএমসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন একটি স্থলভিত্তিক এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নীতিগত অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে। Expression of Interest (EOI) আহবান করা হয়েছে।যার মেয়াদ ২০ জুন, ২০১৯। খ) তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানির জন্য কাতারের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান RasGas ও ওমানের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান OTI এর সাথে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। স্পট মার্কেট থেকে এলএনজি আনার জন্য ২৯টি প্রতিষ্ঠানকে শর্টলিস্টভুক্ত করা হয়েছে। এ জন্য Master Sales Purchase Agreement (MSPA) টি চূড়ান্ত করা হয়েছে। উক্ত ১৭টি প্রতিষ্ঠানের সাথে MSPAটি অনুস্বাক্ষরিত হয়েছে। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ হতে ভেটিং পাওয়া গিয়েছে। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের মতামত অনুযায়ী MSPAটি সংশোধনের পর এর উপর মতামত প্রদানের জন্য গত ২০/০৩/২০১৯ তারিখে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অনুরোধ করা হয়। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংক এর মতামত পাওয়া গিয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর মতামত এখনও পাওয়া যায়নি। গ) কক্সবাজার জেলার মহেশখালীতে স্থাপিতব্য এলএনজি টার্মিনাল Re-gasified এলএনজি পাইপ লাইনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহের জন্য "মহেশখালী-আনোয়ারা ৪২ ইঞ্চি গ্যাসের সমান্তরাল ৭৯ কিলোমিটার পাইপলাইন", "আনোয়ারা-ফৌজদারহাট ৪২ ইঞ্চি ব্যাসের ৩০ কিলোমিটার পাইপলাইন" এবং "ফৌজদারহাট-ফেনী বাখরাবাদ ৩৬ ইঞ্চি ব্যাসের ১৮১ কিলোমিটার পাইপ লাইন" ৩টি প্রকল্পের মোট ২৯০ কিলোমিটার পাইপ লাইনের মালামাল ও পাইপ লাইনটি স্থাপনের নিমিত্ত ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছে এবং পাইপলাইন স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ঘ) "ভোলা-বরিশাল-খুলনা ২৪ইঞ্চি ব্যাসের দুই পর্যায়ে ১৪৫ কিলোমিটার গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ" প্রকল্পটি বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ এর আওতায় প্রক্রিয়াকরণের জন্য বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর (মাননীয় প্রধানমন্ত্রী) সদয় নীতিগত অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। ঙ) বগুড়া-রংপুর-সৈয়দপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ কার্যক্রম "বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ এর আওতায় বাস্তবায়ন নিমিত্ত বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর (মাননীয় প্রধানমন্ত্রী) সদয় নীতিগত অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। গত ১৫.০২.২০১৮ তারিখে এ বিষ প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পটি ০৪/১১/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির আওতায় ঠিকাদার নিয়োগের জন্য দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ ও ভূমি অদিগ্রহণ/হুকুম দখলের কাজ চলমান রয়েছে।

চলমান পৃষ্ঠা-০৬

ক্রম	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম ও পরিদর্শনের তারিখ	গৃহীত সিদ্ধান্ত	অগ্রগতি
৭)		ভারতের পশ্চিমবঙ্গের দীঘায় স্থাপিতব্য FSRU থেকে পাইপলাইনের মাধ্যমে LNG আমদানীর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	ভারতের পশ্চিমবঙ্গের দীঘায় স্থাপিতব্য FSRU থেকে পাইপলাইনের মাধ্যমে LNG আমদানির লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগের অধীনস্থ North West Power Generation Company Ltd (NWPGCL) কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে H-Energy East Coast Private Ltd (HEECPL) কর্তৃক ভারতীয় অংশে নির্মিতব্য ৭০৫ কি. মি. পাইলাইনের টেন্ডার ভারতীয় রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা PNGRB কর্তৃক বাতিল করা হয়। ভবিষ্যতে ভারতীয় রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা IOCL কর্তৃক ভারতীয় অংশে পাইপলাইন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে বাংলাদেশ অংশে গ্যাস ট্রান্সমিউশন কোম্পানী লিমিটেড (জিটিসিএল) পাইপলাইন নির্মাণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।
৮)		জ্বালানি দক্ষতা (energy efficiency) বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্যাসের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার প্রয়োজনে আবাসিক ও শিল্প খাতে গ্যাসের Pre-paid Meter সংযোগের চলমান কার্যক্রম জোরদার করা হবে।	জ্বালানি দক্ষতা (Energy Efficiency) বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্যাসের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার প্রয়োজনে আবাসিক ও শিল্প খাতে গ্যাসের Pre-paid Meter সংযোগের চলমান কার্যক্রম সংক্রান্ত গৃহীত ব্যবস্থা নিম্নে উল্লেখ করা হলো: ক) একটি পাইলট প্রকল্পের আওতায় তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি কোং লি(টিজিটিডিসিএল) কর্তৃক মোহাম্মদপুর, লালমাটিয়া এলাকায় ৪৫০০টি আবাসিক প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। খ) এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) অর্থায়নে টিজিটিডিসিএল কর্তৃক জুন ২০১৫ এর মধ্যে ৮,৬০০টি আবাসিক প্রিপেইড মিটার স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। গ) জাইকার অর্থায়নে টিজিটিডিসিএল কর্তৃক ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) আবাসিক প্রি-পেইড মিটার স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। ইতোমধ্যে টিজিটিডিসিএল কর্তৃক ১,৩২,২২৫টি আবাসিক প্রি-পেইড মিটার এবং কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশনকোম্পানি লিমিটেড (কেজিডিসিএল) কর্তৃক চট্টগ্রাম এলাকায় ৬০,০০০ (ষাট হাজার) টি আবাসিক প্রি-পেইড মিটারস্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। ঙ) সকল বিতরণ কোম্পানিকে শিল্প গ্রাহকদের Electronic Volume Corrector (EVC) মিটার স্থাপনের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। তদানুযায়ী, মে, ২০১৯ পর্যন্ত বিতরণ কোম্পানি টিজিটিডিসিএল ১৩৮৫টি, বিজিডিসিএল ২৩২টি, কেজিডিসিএল ৩৩০টি, জেজিটিডিএসএল ৬২টি, পিজিসিএল ৪৭টি এবং এসজিসিএল ০৯টি গ্রাহক পর্যায়ে ইভিসি মিটার স্থাপন করেছে।
৯)		গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের সঞ্চিতি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করে এর দ্বারা জ্বালানি খাতে প্রয়োজনীয় উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার মাধ্যমে এডিপি বরাদ্দের (জিওবি ও প্রকল্প সহায়তা) ওপর নির্ভরতা কমাতে হবে।	বর্তমানে পেট্রোবাংলা এবং এর অধীনস্থ বিভিন্ন কোম্পানিসমূহে Annual Development Programme (ADP) এর আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অর্থের বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। গ্যাসের উত্তরোত্তর চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সংগতি রেখে গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধির নিমিত্তে মূলধনী খাতে বিনিয়োগ নির্বাহ করার বিষয়টি অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে গ্যাসের মূল্য সমন্বয় করে গ্যাস উন্নয়ন তহবিল সৃষ্টি করতঃ গ্যাস সেক্টরের ঝুঁকিপূর্ণ অনুসন্ধান, উৎপাদন ও উন্নয়ন ব্যয় মেটাতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের আওতায় ইতোমধ্যে২২টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে এবং১১টি প্রকল্প চলমান রয়েছে ,যাদের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়,৯৪৭০৯ কোটি টাকা। গ্যাস সেক্টরের উন্নয়নে গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ) ব্যবহার করে আরো বেশি সংখ্যক প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। ফলে এডিপি বরাদ্দের উপর নির্ভরশীলতা আরও হ্রাস পাবে।
১০)		প্রাকৃতিক গ্যাস ও তৈল অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বৈদেশিক নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাপেক্স-কে শক্তিশালী করণের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রাকৃতিক গ্যাস ও তৈল অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বৈদেশিক নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাপেক্স-কে শক্তিশালীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ অব্যাহত আছে, যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো: ক) তৈল, গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনে বাপেক্সএর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ০৪টি রিগ (০২টি ড্রিলিং রিগ ও০২টি ওয়ার্কওভার রিগ) ক্রয় করা হয়েছে। খ) তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান কাজের জন্য বাপেক্স কর্তৃক 2D ও 3D Seismic Survey যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। আরও কিছু যন্ত্রপাতি ক্রয়ের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গ) বাপেক্স এর বিভিন্ন কারিগরি কাজে সহায়তা প্রদানের জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরির কনসালট্যান্ট/পরামর্শক নিয়োগ করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ সেবা গ্রহণ করা হয়েছে। ঘ) বাপেক্স এর জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গতমার্চ, ২০১৪ হতে এপ্রিল, ২০১৯ পর্যন্ত সময়ে ৫৪০ জনকে বৈদেশিক এবং ৫৫৯৯ জনকে স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
১১)		বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে জ্বালানি খাতে উন্নয়নের কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায় কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।	বর্তমানে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/ দেশ সমূহের অর্থায়ন, জিওবি'র অর্থায়ন, গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ) ও নিজস্ব অর্থায়নের মাধ্যমে পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহ কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বা স্তবায়িত হচ্ছে বিধায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে জ্বালানি খাতে উন্নয়নের কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা নেই মর্মে প্রতীয়মান।

চলমান পৃষ্ঠা-০৭

ক্রম	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম ও পরিদর্শনের তারিখ	গৃহীত সিদ্ধান্ত	অগ্রগতি
১২)		জ্বালানি তেলের বর্ধিত চাহিদা পূরণকল্পে ইস্টার্ণ রিফাইনারীর ২য় ইউনিট স্থাপনের চলমান কার্যক্রম দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে হবে।	**<u>প্রকল্পের Project Man agement Consultant (PMC) কার্যক্রম:</u>** * প্রকল্পের কনসালটেন্ট নিয়োগের জন্য Technical Assistant Project Proposal (TPP) গত ১৭.০৪.২০১৬ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের কনসালটেন্ট হিসেবে Engineers, India Limited (EIL) কে নিয়োগ দেওয়ার বিষয়টি সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ কমিটি অনুমোদন করে। গত ১৯ /০৪/২০১৬ তারিখে Engineers, India Limited (EIL) এর সাথে বিপিসি'র চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। * প্রকল্পের Project Management Consultant (PMC) হিসেবে Engineers, India Limited (EIL) কে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের PMC কার্যক্রম চলমান রয়েছে। FEED সার্ভিস কাজের জন্য টেকনিপ, ফ্রান্সের সাথে Kick-off Meeting এ Owner এর পক্ষে EIL এর কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। Feed Services এর উপর পরামর্শক সেবা অব্যাহত রয়েছে। * প্রকল্পের পরামর্শক FEED এর Review কাজ সম্পন্ন করেছে। টেকনিপ কর্তৃক দাখিলকৃত প্রকল্পের Cost Estimation এর পর্যালোচনা/ Review সম্পন্ন করেছে। পরামর্শক দরপত্র দলিল (Tender/Bid Document) প্রস্তুত করেগত ০১/১০/২০১৮ সংশ্লিষ্ট কমিটি'র নিকট দাখিল করেছে। * Finalization of EPC Cost Estimation এর উপর ০৪/১১/২০১৮-০৫/১১/২০১৮ তারিখে BPC, ERL ও EIL এর মধ্যে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * প্রকল্পের খসড়া ডিপিপি প্রস্তুতের কাজ চলছে। অর্থায়নের উৎস এবং প্রকল্পের Cost Estimation চূড়ান্ত হলে ডিপিপি অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াকরণ করা হবে। * প্রকল্পের Cost Estimation, EPC Tender/BID Documents এবং Financing এর বিষয়ে ২৭-২৯ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখে বিপিসি/ইআরএল, ইআইএল ও টেকনিপ এর মধ্যে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * BPC, ERL, EIL এবং Technip, France এর মধ্যে ১২-১৪ মার্চ, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত Technical Alignment সভায় Project Management Consultant (PMC) অংশগ্রহণ করেন এবং প্রকল্পের PMC কার্যক্রম চলমান রয়েছে। **<u>প্রকল্পের FEED Services কার্যক্রম:</u>** * প্রকল্পেরFEED ডকুমেন্টতৈরির জন্যTechnip, France এর সাথে ১৮/০১/২০১৭ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। * প্রকল্পের FEED সার্ভিস কাজের জন্য Technip, **France**-কে ২০টি ও মালয়েশিয়াকে ১৭টি ইনভয়েসের মাধ্যমে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সর্বমোট ২০৬৫৬.৫০২ লক্ষ টাকা (AIT ও VAT সহ) প্রদান করা হয়েছে। * EIL FEED Completion Report জমা প্রদান করেছে। * টেকনিপ EPC Revised Price ১৮/১২/২০১৮ তারিখে ERL এ জমা প্রদান করেছে। * ইআরএল ইউনিট-২ প্রকল্পের প্রস্তাব যাচাইকরণ কমিটির সভা গত ২৪/০৪/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সুপারিশ অনুযায়ী পূর্ণগঠিত ডিপিপি এ বিভাগে প্রেরণ করার জন্য বিপিসিকে অনুরোধ করা হয়েছে। * BPC, ERL, EIL এবং Technip, France এর মধ্যে Technical Alignment সভা ১২-১৪ মার্চ, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় Technip, France FEED Price Review এপ্রিলের মধ্যে জমা প্রদান করবে মর্মে জানিয়েছে। * ২৪/০৩/২০১৯ তারিখে ডিপিপি এর উপর জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পূর্ণগঠিত ডিপিপি বিপিসি হতে ১১/০৪/২০১৯ তারিখে এ প্রেরণ করা হয়েছে। * ০২/০৫/২০১৯ তারিখে Technip Technical Offer জমা প্রদান করেছে। * প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যাতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। **<u>প্রকল্পের অগ্রগতি (জমি সংক্রান্ত:</u>** * প্রকল্প বাস্তবায়নে ইআরএল এর নিজস্ব ভূমি এবং ইআরএল সংলগ্ন জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী (জিইএমকো) হতে ৩০ একর জমি লীজ গ্রহণ করা হয়েছে। জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী (জিইএমকো) হতে আরও ১৫ একর এবং পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড হতে ১০ একর ভূমি লীজ গ্রহণ করা হচ্ছে। * চট্টগ্রাম জেলার বন্দর থানাধীন উত্তর পতেঙ্গা মৌজায় ৭.৪৯ (সাত দশমিক চার নয়) একর সরকারি খাস জমি ইআরএল এর অনুকূলে দীর্ঘমেয়াদি বন্দোবস্ত গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয় এবং জেলা প্রশাসন, চট্টগ্রাম কর্তৃক গত ২৬/১২/২০১৮ তারিখে জমির রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। * জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী (জিইএমকো) হতে আরও ১৫ একর একর জমি লীজ প্রদানের বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে গত ০৩/০৩/২০১৯ তারিখে পত্র পাওয়া গেছে। লীজ গ্রহণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। * জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী (জিইএমকো) হতে আরও ১৫ একর একর জমি লীজ প্রদানের বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে গত ০৩/০৩/২০১৯ তারিখে পত্র পাওয়া গেছে।

চলমান পৃষ্ঠা-০৮

ক্রম নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম ও পরিদর্শনের তারিখ	গৃহীত সিদ্ধান্ত	অগ্রগতি
১৩		রিফাইনারীতে তেল পরিবহন নিরবচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে প্রস্তাবিত Single Point Mooring (SPM) অবিলম্বে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;	* SPM প্রকল্পের জন্য ILF, Germany কে পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে। * SPM প্রকল্পের জন্য মনোনীত ইপিসি ঠিকাদার China Petroleum Pipeline Bureau (CPP) এর সাথে বিপিসি এর চুক্তি ০৮.১২.২০১৬ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়েছে। CPP কর্তৃক দাখিলকৃত Performance Guarantee এর সত্যতা যাচাই করার পর গত ১৪.০৫.২০১৮ তারিখে চুক্তিটি কার্যকর করা হয়েছে। * অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ কর্তৃক ১৭.০৫.২০১৮ তারিখে চীনের এক্সিম ব্যাংক বরাবর Management Fee পরিশোধ করা হয়েছে। * CPP কর্তৃক দাখিলকৃত Advance Payment Guarantee এর সত্যতা গত ২৭.০৫.২০১৮ তারিখে পাওয়া গিয়েছে। * প্রকল্প বাস্তবায়নে পরিবেশ অধিদপ্তর এর পরিবেশগত ছাড়পত্র ২০.০৪.২০১৭ তারিখে পাওয়া গিয়েছে এবং ইআইএ রিপোর্ট অনুমোদিত হয়েছে। এবং নবায়নকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র ২২/০৭/২০১৮ তারিখে পাওয়া গিয়েছে। * মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ০৬.০৫.২০১৭ তারিখে এসপিএম প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। * ভূমি অধিগ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসন, কক্সবাজারকে ১১৫৮.৭৫ লক্ষ টাকা এবং জেলা প্রশাসন, চট্টগ্রামকে ১০৭৫.০০ লক্ষ টাকা অগ্রিম প্রদান করা হয়েছে। * প্রকল্পের ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট চীন ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে ২৯.১০.২০১৭ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়েছে। ইআরডি ও চীনের এক্সিম ব্যাংকের মধ্যে Government Concessional Loan (GCL) Agreement এবং Preferential Buyer Credit (PBC) Loan Agreement দুটি গত ০৩.১১.২০১৭ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়েছে। গত ১৭.০১.২০১৮ তারিখে বিপিসি ও China Petroleum Pipeline Bureau (CPP) এর মধ্যে Supplementary agreement স্বাক্ষরিত হয়েছে। Government Concessional Loan(GCL) Agreement এবং Preferential Buyer Credit (PBC) Loan Agreement দুটি গত ২০.০৪.২০১৮ তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে। * অফশোর ও অনসোর সার্ভে কাজ সমাপ্ত হয়েছে। * প্রকল্পেরDetailed Design Kick-Off Meeting বিপিসি ওCPP এর মধ্যে ২৬/০৪/২০১৮ থেকে ২৯/০৪/২০১৮ তারিখে চীনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। * ১৪.০৫.২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে কক্সবাজার জেলার মহেশখালি উপজেলাস্থ মহেশখালি রেঞ্জের পাহাড় মৌজায় বনভূ প্রাকৃতিক গাছ কর্তনের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। বিপিসি ও বন অধিদপ্তরের মধ্যে গত ১৬.০৭.২০১৮ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। কক্স জেলার মহেশখালি উপজেলাস্থ মহেশখালি রেঞ্জের পাহাড় মৌজায় বনভূমির গাছ কর্তন শুরু হয়েছে। মহেশখালি রেঞ্জের পাহাড় মৌজায় বনভূ কর্তনকৃত গাছ নিলাম/টেন্ডার আহবানের মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। * প্রকল্পের কনস্ট্রাকশন কাজ শুরু করার নোটিশ গত ৩০.০৪.২০১৮ তারিখে ইপিসি ঠিকাদার বরাবর ইস্যু করা হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী উক্ত তারিখ হতে ৩ মাসের মধ্যে তারা প্রকল্পের সমস্ত কার্যাবলী সম্পন্ন করবে। * গত ২৮.০২.২০১৯ তারিখে CPP এর চট্টগ্রামস্থ অফিসে ইআরএল এ প্রকল্পের Detailed Design follow up ও প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নে করণীয় বিষয়সমূহ নিয়ে ইআরএল, প্রকল্পের পরামর্শক ও ইপিসি ঠিকাদারের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * কক্সবাজার জেলার মহেশখালি উপজেলাস্থ প্রকল্পের পাইপলাইন রুট বরাবর ভূমি ২২.০১.২০১৮ তারিখ হতে জেলা প্রশাসন, কক্সবাজার ক প্রকল্পের অনুকূলে হস্তান্তর করা শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে বেশিরভাগ ভূমি হস্তান্তর সম্পন্ন হয়েছে। চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া ও আনোয়ারা উপজেলায় ভূমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলমান আছে। * প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ ও প্রাক্কলিত ব্যয় বৃদ্ধির প্রস্তাবনাসহ ২য় সংশোধিত ডিপিপি ২৪/১০/২০১৮ তারিখে এ বিভাগে প্রেরণ করেছে। কার্যক্রম চলমান রয়েছে। * প্রকল্প সংশ্লিষ্ট স্টিয়ারিং কমিটি'র সভা ০৩/১২/২০১৮ তারিখে মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি'র সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব ২৭/১২/২০১৮ তারিখে এ বিভাগে প্রেরণ করেছে। প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। * প্রকল্পের ঠিকাদার কনস্ট্রাকশন ক্যাম্পের কাজ চলছে। প্রকল্পের মালামাল আনলোডিং করার জন্য ০২টি জেটি স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে। * প্রকল্পের পিএসটিএফ এলাকায় ল্যান্ড ডেভেলপমেন্টের কাজ চলছে। * প্রকল্পের প্রথম ব্যাচের পাইপলাইন ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরে এসে পৌছেছে। Land Terminal End (LTE) Matarbari-তে Horizontal Directional Drilling (HDD) পদ্ধতির মাধ্যমে উক্ত পাইপলাইন স্থাপনের বাস্তব কাজ ২৮/০১/২০১৯ তারিখ হতে শুরু হয়েছে। * প্রথম ব্যাচের ১৮" ব্যাসের ৩.২০ কিলোমিটার পাইপলাইন প্রকল্পের সাইটে এসে পৌছেছে। ইতিমধ্যে ইকক্সবাজার জেলার মহেশখালি উপজেলাস্থ ধলঘাটায় LTE Matarbari'তে এইচ ডি ডি পদ্ধতিতে প্রতিটি ১৮ ইঞ্চি ব্যাসের প্রায় ১.৫ কি: মি: দৈর্ঘ্যের ০৪টি পাইপলাইন স্থাপনের কাজ শে হয়েছে। * LTE Matarbari'তে এইচ ডি ডি পদ্ধতিতে ৩৬ ইঞ্চি ব্যাসের অপর ০১টি পাইপ লাইন স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে। মে, ২০১৯ এর মধ্যে ৩৬ ইঞ্চি ব্যাসের অপর পাইপলাইনের এইচডিডি সম্পন্ন হবে। * চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলার গহিরায় এইচডিডি সম্পাদনের জন্য ১৮ইঞ্চি ব্যাসের পাইপলাইনের ওয়েল্ডিং সম্পন্ন হয়েছে। আবহাওয়া প্রতিকূলে থাকায় এইচডিডি এর কাজ শুরু করা সম্ভব হচ্ছে না। এইচডিডি পদ্ধতিতে প্রায় ৬০০ মিটার মাতারবাড়ী ভিলেজ ক্রসিং এর জন্য ১৮ ইঞ্চি ব্যাসের পাইপলাইনের ওয়েল্ডিং শুরু হয়েছে। * প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ নভেম্বর, ২০১৫ হতে ডিসেম্বর, ২০১৮ এর পরিবর্তে নভেম্বর, ২০১৫ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত বৃদ্ধির অনুমোদন ২১/০৪/২০১৯ তারিখে পাওয়া গেছে। * প্রকল্পের সমস্যা নিরসনে নৌবাহিনী ও কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিমিটেডের সাথে গত ০২/০৫/২০১৯ তারিখে বিপিসি'র চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে ঢাকায় একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * প্রকল্পের সমস্যা নিরসন এবং সার্বিক অগ্রগতি নিয়ে ০৬/০৫/২০১৯ ও ১৩/০৫/২০১৯ তারিখে এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক মহোদয়ের সভাপতিত্বে সকল স্টেইকহোল্ডারদের উপস্থিতিতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চলমান পৃষ্ঠা-০৯

ক্রম নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম ও পরিদর্শনের তারিখ	গৃহীত সিদ্ধান্ত	অগ্রগতি
১৪		ভারতের নুমা লীগড় রিফাইনারী থেকে জ্বালানি তেল রপ্তানীর প্রস্তাব বিবেচনায় নিয়ে দ্রুত এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।	* নুমালীগড় রিফাইনারী লিমিটেড (NRL) এর শিলাগুড়িস্থ Marketing Terminal হতে পাইপলাইনের মাধ্যমে পার্বতীপুর ডিপোতে ডিজেল (Gas Oil) সরবরাহের বিষয়ে সম্মত ও অনুস্বাক্ষরিত Sale & Purchase Agreement (SPA) অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি ২৩ আগস্ট, ২০১৭ তারিখে অনুমোদন করে। বর্ণিত SPA সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদনক্রমে তা স্বাক্ষরিত হয়েছে। পরবর্তীতে উক্ত Sale & Purchase Agreement (SPA) টি অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। * ক্রমবর্ধমান জ্বালানি তেলের চাহিদা ও পিডিবি এর নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে পাইপলাইনটি নমালীগড়-পাবর্তীপুর হয়ে সৈয়দপুর ও বগুড়া পর্যন্ত বর্ধিতকরণের বিষয়ে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ও নুমালীগড় রিফাইনারী লিমিটেড এর মধ্যে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। * পাইপলাইন নির্মাণ ও পরিচালনার জন্য সম্যক ধারণা অর্জনের লক্ষ্যে বিপিসি ও কোম্পানিসমূহের প্রতিনিধিদের ট্রেনিং প্রদানের লক্ষ্যে বিপিসি কর্তৃপক্ষের NRL কর্তৃপক্ষের আলোচনা চলমান রয়েছে। * গত ২১ /০৩/২০১৮ হতে ২৫ /০৩/২০১৮ তারিখে বিপিসি'র চেয়ারম্যান মহোদয়ের নেতৃত্বে বিপিসি'র প্রতিনিধি দল NRL সফর করেন। উক্ত সফরে পাইপলাইনের মাধ্যমে ডিজেল সরবরাহের বিষয়ে আলোচনা হয়। * গত ০৯ /০৪/২০১৮ তারিখে পাইপলাইনের মাধ্যমে ডিজেল সরবরাহের লক্ষ্যে পাইপলাইন স্থাপনের বিষয়ে MoU টি বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং ভারতের পক্ষে পররাষ্ট্র সচিব, ভারত স্বাক্ষর করেন। * গত ১৯.০৫.২০১৮ তারিখে NRL পত্র মারফত শিলিগুড়ি মার্কেটিং টার্মিনাল, ভারত হতে বাংলাদেশের পার্বতীপুর ডিপো পর্যন্ত Indo-Bangla Friendship Pipeline (IBFPL) নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়াদি আলোচনার জন্য বিপিসি'র প্রতিনিধিদল'কে ভারতের দিল্লী সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছে। সে প্রেক্ষিতে বিপিসি প্রতিনিধি দল ০৮-১১ আগস্ট, ২০১৮ তারিখে ভারত সফর করে এবং (IBFPL) নির্মাণের বিষয়ে BPC, NRL এবং প্রকল্পের কনসালট্যান্ট Engineers India Ltd (EIL) এর মধ্যে বিপিসি কর্তৃক প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, Project Review 7 Monitoring Committee (PRMC) তে বাংলাদেশের প্রতিনিধি মনোনয়ন, Design & Engineering of the pipeline system, Procurement & ordering, Environment Impact Assesment (EIA), clearance from the Bangladesh site, land Acquisition & requisition in the Bangladesh portion, Connection of the spur line upto the proposed sayedpur Power plant, Extension of IBFPL to Rangpur, Exchange of information of Parbotipur Depot & proposed tank farm area ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়। * গত ১৮/০৯/২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পাইপলাইনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। * প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য Land Acquisition & Requisition এর জন্য সার্ভে , মালিকানা নিশ্চিতকরণ, ভিডিও/স্থিরচিত্র ধারণ, দলিলপত্র প্রণয়নসহ এ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদনের লক্ষ্যে ০৪টি প্রতিষ্ঠানকে ২৫-১১-২০১৮ তারিখে RFP ফরমেট প্রদান করা হয়েছে। গত ২০/১২/২০১৮ তারিখে RFP ফরমেট গ্রহণ করা হয়েছে। RFP মূল্যায়নের কাজ চলমান রয়েছে। * NRL, EIL এবং SKP এর প্রতিনিধিবৃন্দ ১৩-১৫ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ সফর করে। উক্ত সময়ে NRL, EIL, SKP, বিপিসি ও পিওসিএল এর কর্মকর্তাবৃন্দ যৌথভাবে কাস্টডি ট্রান্সফার ফ্লো মিটার লোকেশন নির্ধারণ করে। ইতিপূর্বে নির্ধারিত পাইপলাইন রুট, এসভি লোকেশন ও HDD Crossing ইত্যাদি স্থান পরিদর্শন করা হয়। পার্বতীপুর ডিপোর সম্প্রসারণের জায়গা ও রিসিপ্ট টার্মিনাল পরিদর্শন করা হয়। * সৈয়দপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্রে পাইপলাইনের মাধ্যমে ডিজেল সরবরাহের জন্য পাইপলাইনের Tap of point ও বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের স্থান যৌথভাবে পরিদর্শন করা হয়। Tap of point হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের দূরত্ব প্রায় ৭ কিলোমিটার। * IBFPL এর Progress review meeting আগামী ০৬/০১/২০১৯ তারিখে BPC, NRL ও EIL এর মধ্যে বিপিসি'র ঢাকাস্থ লিয়াঁজো অফিসে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চলমান পৃষ্ঠা-১০

			* Center for Environment and Geographic Information Services (CEGIS) ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ পাইপলাইন এর Initial Environmental Examination (IEE) and Environmental Impact Assessment (EIA) গত ০৩/০২/২০১৯ তারিখে বিপিসিতে জমা দিয়েছে। * গত ৩১/০১/২০১৯ তারিখ হতে Land Acquisition & Requisition কাজটি সম্পাদনের লক্ষ্যে পঞ্চগড়, নীলফামারী ও দিনাজপুর জেলার জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ ও বিপিসি'র কর্মকর্তাবৃন্দ ১২৫ কিলোমিটার পাইপলাইন রুট বরাবর সার্ভে ও ভিডিও কাজ ০৬/০২/২০১৯ তারিখে সম্পন্ন করেছে। গত ০৭-০২-১৯ তারিখে জেলা প্রশাসন পঞ্চগড়, নীলফামারী ও দিনাজপুর হতে এবং ১২/০২/২০১৯ তারিখে জেলা প্রশাসন পঞ্চগড় হতে জমির মূল্য পাওয়া গেছে। * ১১/০৩/২০১৯ তারিখে জমি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখলের প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গেছে। জমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখলের জন্য গত ২১/০৩/২০১৯ তারিখে প্রস্তাবিত পাইপলাইনের জমির দাগ খতিয়ানসহ নির্ধারিত ফরমেটে তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক (পঞ্চগড়, দিনাজপুর ও নীলফামারী) বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। * পাইপলাইন রুট বরাবর জমি অধিগ্রহণ বাবদ প্রায় ১৮৮ একর ও হুকুমদখল বাবদ প্রায় ১২৭ একর জমির প্রয়োজন হবে। * পার্বতীপুর ডিপোতে ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন (IBFPL) এর মাধ্যমে ভারত হতে আমদানিকৃত ডিজেল গ্রহণেল জন্য নতুন ট্যাংক ফার্ম নির্মাণের নিমিত্তে ডিপোর পশ্চিম পাশে রেলওয়ের ৫.৩১ (পাঁচ দশমিক তিন এক) একর জমি বিপিসির অনুকূলে স্থায়ী বন্দোবস্ত বা দীর্ঘ মেয়াদী লীজ অধিগ্রহনের বিষয়ে গত ০৯/১২/২০১৮ তারিখে এ বিভাগ হতে রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। গত ২৪/০৩/২০১৯ তারিখে বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেলওয়ে/পাকশী হতে রেলভূমির চৌহদ্দি ও তফসিল প্রেরণ করার জন্য বিপিসিতে পত্র প্রেরণ করা হয় । রেলওয়ের চাহিদা মোতাবেক ভূমি চৌহদ্দি ও তফসিলসহ বিপিসি হতে ১২/০৫/২০১৯ তারিখে রেলওয়ে পাকশী বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। * পার্বতীপুর ডিপোর সয়েল টেষ্টের রিপোর্ট পাওয়া গেছে। * গত ৮-৯ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে এ বিভাগে Project Review & Monitoring Committee (PRMC) এর সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * প্রকল্পের ডিপিপি গত ১৬/০৪/২০১৯ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ প্রেরণ করা হলে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে গত ০৫/০৫/২০১৯ তারিখে ডিপিপির উপর কিছু পর্যবেক্ষণসহ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। পর্যবেক্ষণের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি'র উপর ০৮/০৫/২০১৯ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পূণঃপ্রস্তুত করা হয়েছে। * ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন (IBFPL) প্রকল্পের ডাম্পসাইটের স্থান নির্ধারণের জন্য গত ২৩-২৫ এপ্রিল ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত NRL ও বিপিসি প্রতিনিধিদল নীলফামারী, দিনাজপুর ও পঞ্চগড় সফর করেছে। সৈয়দপুর পাওয়ার প্ল্যান্টের মধ্যে এবং পার্বতীপুর শহরের হলদিগ্রামে ডাম্পসাইটের সম্ভাব্য স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে।

চলমান পৃষ্ঠা-১১

ক্রম নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম ও পরিদর্শনের তারিখ	গৃহীত সিদ্ধান্ত	অগ্রগতি
১৫		ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) এর মাধ্যমে সমুদ্র ও নদী অববাহিকায় সঞ্চিত বালিতে মূল্যবান খনিজ পদার্থের অনুসন্ধান কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।	"বাংলাদেশের নদীবক্ষের বালিতে মূল্যবান খনিজের উপস্থিতি নির্ণয় ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় গত বছরে প্রায় ১৮০০ বর্গ কি.মি. এলাকা হতে ৫টি বহিরাঙ্গণ কর্মসূচির মাধ্যমে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। জিএসবিতে ১৫০টি বালি নমুনা বিশ্লেষণে মূল্যবান খনিজের উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছে। বর্তমানে অধিকতর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে।
১৬		দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর কাছে জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করার স্বার্থে এবং পরিবেশ বান্ধব জ্বালানি ব্যবহারের বিষয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে এলপিজি'র ব্যবহার উৎসাহিত করা হবে।	১। দেশে ব্যাপক ভিত্তিতে এলপিজি'র ব্যবহার বৃদ্ধিরলক্ষ্যে এলপিজি কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। কৌশলপত্রের সুপারিশ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপন নীতিমালা-২০১৬, তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (অটো-গ্যাস) রিফুয়েলিং স্টেশন ও রূপান্তর ওয়ার্কশপ স্থাপন, পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ নীতিমালা, ২০১৬ এবং এলপি গ্যাস অপারেশনাল লাইসেন্সিং নীতিমালা, ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া এতদসংশ্লিষ্ট আরও নীতিমালা প্রণয়ন করা হচ্ছে। ২। প্রাকৃতিক গ্যাসের বিকল্প হিসেবে এলপিজি'র ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। গৃহস্থালি কাজ ছাড়াও মোটরযানের জ্বালানি (অটো গ্যাস) হিসেবে, শিল্প কারখানায় ও উচ্চ ভবনে, বহুতল আবাসিক ভবনে রেটিকুলেটেড পদ্ধতিতে এলপিজি ব্যবহারের চাহিদা সৃষ্টি হওয়ায় এলপিজি বিধিমালা, ২০০৪ সংশোধনপূর্বক নতুন বিধি, অধ্যায় সংযোজন, প্রতিস্থাপন করে সংশোধিত তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) বিধিমালা, ২০০৪ এপ্রিল, ২০১৬ সালে প্রণয়ন করা হয়েছে।